



গিফট-আইএফএসসিতে আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কিং-এ গতি

নয়াদিপ্লি: আন্তর্জাতিক আর্থিক পরিষেবার ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান আরও শক্তিশালী হওয়ার ইঙ্গিত মিলল। একদিকে গিফট সিটি -আইএফএসসি-তে বিদেশি মুদ্রা সংগ্রহ ও আন্তর্জাতিক অর্থায়নের পরিমাণ দ্রুত বাড়ছে, অন্যদিকে জাপান ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি (জেসিআর) ভারতের দীর্ঘমেয়াদি বিদেশি মুদ্রা ও স্থানীয় মুদ্রায় ঋণদাতার মূল্যায়ন এক ধাপ বাড়িয়ে ‘বিবিবি প্লাস’ থেকে ‘এ-মাইনাস’ করেছে। পূর্বাভাস রাখা হয়েছে স্থিতিশীল।

ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস সেন্টারস অথরিটি বা আইএফএসসিএ জানিয়েছে, ৩১ আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত গিফট -আইএফএসসির ২০টি আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কিং ইউনিট রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিশেষ এফসিএনআর(বি) বিনিময় সুবিধা-র আওতায় ৫৪.০২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুমোদন করেছে। এর মধ্যে প্রায় ৫২.৮২ বিলিয়ন ডলার ইতিমধ্যেই বিতরণ করা হয়েছে। ১৪ আগস্ট ২৮.৬০ বিলিয়ন ডলার থেকে ২১ আগস্ট ৩৭.২৬ বিলিয়ন এবং ৩১ আগস্ট ৫৪.০২ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে অনুমোদনের পরিমাণ।

গিফট-আইএফএসসির ব্যাঙ্কিং ইউনিটগুলি এপ্রিল থেকে আগস্ট ২০২৬-এর মধ্যে ১১.৬২ বিলিয়ন ডলারের বৈদেশিক বাণিজ্যিক ঋণ বিতরণ করেছে। এপ্রিলের ১.৫৪ বিলিয়ন ডলার থেকে আগস্টে মাসিক বৈদেশিক বাণিজ্যিক ঋণ বিতরণ বেড়ে হয়েছে ৩.৫৪ বিলিয়ন ডলার। একই সময়ে আইএফএসসি-র আর্থিক বাজারে বন্ড তালিকাভুক্তির মাধ্যমে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি ১১.১২ বিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেছে। এর মধ্যে জুলাই ও আগস্টেই ৯.১৭ বিলিয়ন

ডলারের বন্ড তালিকাভুক্ত হয়েছে। আইএফএসসিএ-র চেয়ারম্যান কে রাজরামন জানিয়েছেন, গিফট-আইএফএসসির মাধ্যমে ৫২ বিলিয়ন ডলারের বেশি এফসিএনআর(বি) তহবিল সংগ্রহ এবং একই সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্যিক ঋণ ও আন্তর্জাতিক বন্ড তালিকাভুক্তির বৃদ্ধি প্রমাণ করেছে যে গিফট-আইএফএসসি ধীরে ধীরে বিশ্বের মূলধন এবং ভারতের অর্থায়নের প্রয়োজনের মধ্যে কার্যকর সেতু হয়ে উঠছে। ব্রিটেন, আমেরিকা, মেক্সিকো, পশ্চিম এশিয়া, হংকং, সিঙ্গাপুর এবং আফ্রিকার কয়েকটি দেশ থেকেও অর্থ সংগ্রহে এই পরিকাঠামো ব্যবহার করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, জেসিআরের মূল্যায়ন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভারতের দৃঢ় অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক নীতির কার্যকারিতা, আর্থিক ব্যবস্থার উন্নত স্থিতিশীলতা এবং শক্তিশালী বাহ্যিক অবস্থানকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জেসিআর-এর মতে, শক্তিশালী ব্যক্তিগত ভোগ এবং সরকারি বিনিয়োগের উপর ভর করে ভারতীয় অর্থনীতির বৃদ্ধির হার উচ্চ রয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বাস্তব জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ৭.৮ শতাংশ এবং ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকেও বৃদ্ধির হার ৭.৮ শতাংশ রয়েছে।

রাজস্ব ব্যবস্থার গুণগত উন্নতির কথাও উল্লেখ করেছে জেসিআর। পরিকাঠামো-সহ মূলধনী ব্যয়-এ জোর দেওয়ার ফলে সরকারি ব্যয়ের কাঠামোয় পরিবর্তন এসেছে। কেন্দ্রের রাজস্ব ঘাটতি ২০১৪-২৫ অর্থবর্ষের ৪.৭ শতাংশ থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে কমে ৪.৪ শতাংশ হয়েছে। দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার

দ্বিতীয় পাতায়

জল নিরাপত্তায় কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়ে জোর প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিপ্লি: দেশের জল নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সমন্বয় আরও জোরদার করার উপর গুরুত্ব দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জলশক্তি মন্ত্রকের উদ্যোগে আয়োজিত দু’দিনের ন্যাশনাল ডিপার্টমেন্টাল সামিট অন ওয়াটার-এর সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই সামিট যেন এককালীন কর্মসূচিতে পরিণত না হয়। আলোচনায় উঠে আসা সময়বদ্ধ ও বাস্তবায়নযোগ্য সিদ্ধান্তগুলির উপর নিয়মিত পর্যালোচনা এবং ফলো-আপ চালিয়ে যেতে হবে।

প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পনা অনুযায়ী, টিম ইন্ডিয়া’র ভাবনা শক্তিশালী করা, কো-অপারেটিভ ফেডারেলিজম আরও গভীর করা এবং জাতীয় অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ মালিকানা তৈরি করতে একাধিক ডিপার্টমেন্টাল সামিট আয়োজনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেই ধারাবাহিকতার প্রথম সামিট হিসেবেই জল বিষয়ক এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা দেশের জল নিরাপত্তার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

শহরাঞ্চলের দ্রুত নগরায়ণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যতে জলের চাহিদা বৃদ্ধির বিষয়টি উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী আরবান লোকাল বডিগুলিকে আরও সচেতন করার আহ্বান জানান। তাঁদের জন্য একই ধরনের চিন্তন শিবির আয়োজনেরও পরামর্শ দেন তিনি। একই সঙ্গে জল সাত্রয়ী প্রযুক্তির ব্যবহার

বাড়ানোর উপর জোর দেন। দেশীয় নির্মাতাদের দক্ষ জল সাত্রয়ী প্রযুক্তি তৈরি ও বৃহৎ পরিসরে ব্যবহারের সুযোগ করে দিতে আন্তর্জাতিক সেরা পদ্ধতি সম্পর্কে জানার জন্য প্রদর্শনী ও কর্মশালা আয়োজনের প্রস্তাব দেন প্রধানমন্ত্রী।

জল সংরক্ষণে জন ভাগিদারি বাড়ানোর উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেন মোদি। মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ‘জল উৎসব’ পালনের পরামর্শ দেন তিনি। জলাশয় ও জলাধারের ডি-সিল্টিং বা পলি অপসারণকে নিয়মিত কর্মসূচিতে পরিণত করার পাশাপাশি তার জন্য স্পষ্ট মাপকাঠি এবং এসওপি তৈরির কথাও বলেন।

বর্ষার আগে বাঁধগুলির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কঠোর প্রস্তুতির উপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নির্ধারিত নিরাপত্তাবিধি মেনে চলার আহ্বান জানান। পাশাপাশি স্কুলপড়ুয়াদের মধ্যেও ড্যাম সেফটি সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলতে শিক্ষাক্রমে উপযুক্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দেন।

জল ব্যবস্থাপনা ও গভর্ন্যান্সের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির জ্ঞান ও দক্ষতা আরও বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেন প্রধানমন্ত্রী। বিভিন্ন রাজ্যের সফল জল ব্যবস্থাপনা প্রকল্পগুলি থেকে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য জনপ্রতিনিধি, আধিকারিক ও কৃষকদের নিয়ে স্ট্রাকচার্ড ইন্টার-স্টেট স্টাডি ভিজিট আয়োজনের প্রস্তাব দেন তিনি।

জল সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনাকে আরও শক্তিশালী করার উপর বিশেষ জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন উৎসের জল-

সংক্রান্ত তথ্যকে এক জায়গায় এনে পদ্ধতিগতভাবে পরিচালনা, বিশ্লেষণ এবং ব্যবহার করতে হবে। এই কাজে এআই ব্যবহারের পরামর্শ দেন তিনি। একই ফরম্যাটে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে জলসম্পদ সম্পর্কে আরও কার্যকর তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব বলে তিনি মত দেন।

জল সংকট মোকাবিলায় আগাম পরিকল্পনা এবং সমন্বিত ব্যবস্থাপনার উপরও জোর দেন প্রধানমন্ত্রী। কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে ট্রিটেড ওয়াটার ব্যবহারের মতো বিকল্প ব্যবস্থার মাধ্যমে ভবিষ্যতের জলাভাব মোকাবিলার কথা বলেন তিনি।

গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নিজের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে মোদি বলেন, পরিকল্পিত উদ্যোগ, দৃঢ় সংকল্প, পর্যাপ্ত সম্পদ এবং দক্ষ আধিকারিকদের মাধ্যমে জলাভাবের মতো সমস্যাকেও সুযোগে পরিণত করা সম্ভব।

সম্মেলনের চারটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রী সি আর পাটিল। এগুলি হল—জল পরিকাঠামো প্রকল্প দ্রুত সম্পন্ন করা, জল সংরক্ষণকে দীর্ঘমেয়াদি জনআন্দোলনে পরিণত করা, পানীয় জলের উৎসগুলির দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা এবং গ্রামীণ পানীয় জল প্রকল্পগুলির কার্যকর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া।

নেপালের বন্যার পরে, কেন্দ্রের এই বৈঠক জল নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আরও উদ্যোগের বার্তাই দিচ্ছে। পাশাপাশি, ট্রিটেড ওয়াটার ব্যবহার আরও বাড়বে বলেই মনে করছেন অর্থনীতিবিদদের একাংশ।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে নতুন ৩৩ ডিগ্রি, দেশজুড়ে চালু হচ্ছে ‘এক দেশ এক পাঠক্রম’

নয়াদিপ্লি: দেশের অ্যালাইড অ্যান্ড হেলথকেয়ার প্রফেশনস ক্ষেত্রে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং পেশাগত মান আরও শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক। এরই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বা ইউজিসি জাতীয় অ্যালাইড অ্যান্ড হেলথকেয়ার প্রফেশনস কমিশন (এনসিএইচপি)-এর নিয়ন্ত্রক কাঠামোর আওতায় ৩৩টি নতুন এবং ২১টি পুনর্গঠিত বা সংশোধিত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অনুমোদন করেছে।

ইউজিসি আইন, ১৯৫৬-এর ২২(৩) ধারার অধীনে ২৭ আগস্ট ২০২৬ তারিখে ডিগ্রির নির্দিষ্টকরণ সংক্রান্ত পঞ্চম সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। ৩১ আগস্ট তা গেজেট বিজ্ঞপ্তি হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। এর ফলে সারা দেশে অ্যালাইড অ্যান্ড হেলথকেয়ার শিক্ষায় আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ কাঠামো এবং অভিন্ন মান প্রতিষ্ঠার পথ তৈরি হল।

এনসিএইচপি-র চেয়ারম্যান ড. যজ্ঞ উন্মেষ শুল্ক জানিয়েছেন, ইউজিসির এই বিজ্ঞপ্তির ফলে অ্যালাইড অ্যান্ড হেলথকেয়ার কোর্সগুলির নাম, মেয়াদ এবং ভর্তির যোগ্যতার ক্ষেত্রে অভিন্নতা আসবে। কমিশনের ‘এক দেশ, এক পাঠক্রম’ নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট পেশায় প্রবেশের ক্ষেত্রে আরও স্পষ্ট দিশা দেবে।

নতুন ও সংশোধিত ডিগ্রির আওতায় রয়েছে ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, অপটোমেট্রি, মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি সায়েন্স, এমার্জেন্সি মেডিক্যাল টেকনোলজি, অ্যানাস্থেসিয়া ও অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজি, নিউট্রিশন অ্যান্ড

ডায়েটিটিক্স, সাইকোলজি, মেডিক্যাল ও সোশ্যাল সাইকিয়াট্রিক সোশ্যাল ওয়ার্ক, মেডিক্যাল রেডিওলজি, ইমেজিং অ্যান্ড থেরাপিউটিক টেকনোলজি, ফিজিশিয়ান অ্যাসোসিয়েট, রেসপিরেটরি টেকনোলজি, ডায়ালিসিস থেরাপি টেকনোলজি এবং হেলথ ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট-সহ বিভিন্ন বিষয়।

বিজ্ঞপ্তিতে প্রতিটি ডিগ্রির নাম, সংক্ষিপ্ত নাম, কোর্সের মেয়াদ এবং ভর্তির যোগ্যতা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে কোর্সের মেয়াদও সংশোধন করা হয়েছে। পাশাপাশি বিশেষায়িত উচ্চশিক্ষার সুযোগও বাড়ানো হয়েছে। মাস্টার অব অকুপেশনাল থেরাপি-তে ৯টি, মাস্টার অব ফিজিওথেরাপি-তে ৮টি, মাস্টার অব মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি সায়েন্সেস-এ ৪টি, মাস্টার অব মেডিক্যাল রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং টেকনোলজি-তে ৩টি এবং মাস্টার অব রেসপিরেটরি টেকনোলজি-তে ২টি বিশেষায়ন রাখা হয়েছে।

এই সংস্কারের অন্যতম লক্ষ্য হল অ্যালাইড ও হেলথকেয়ার শিক্ষায় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সমতা এবং জাতীয় স্তরে অভিন্ন মান তৈরি করা। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ডিগ্রি কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ডিগ্রির নামকরণ করা হলে শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা ও কর্মজীবনের পথ আরও স্পষ্ট হবে। একই সঙ্গে ভারতীয় অ্যালাইড ও হেলথকেয়ার পেশাজীবীদের পেশাগত চলাচল এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ক্ষেত্রেও সুবিধা তৈরি হতে পারে।

ন্যাশনাল কমিশন ফর অ্যালাইড অ্যান্ড হেলথকেয়ার প্রফেশনস অ্যান্ড, ২০২১ অনুযায়ী শিক্ষা ও পেশাগত পরিষেবার মান নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব

এনসিএইচপি-র। সেই দায়িত্বের অংশ হিসেবে কমিশন ইতিমধ্যেই ১৮টি পেশাকে অন্তর্ভুক্ত করে ১৮টি দক্ষতাভিত্তিক পাঠক্রম প্রকাশ করেছে। এর উদ্দেশ্য হল সারা দেশে পাঠক্রম এবং ডিগ্রির নামকরণে অভিন্নতা আনা।

দক্ষতাভিত্তিক পাঠক্রমে তাত্ত্বিক শিক্ষার পাশাপাশি হাতে-কলমে চিকিৎসা প্রশিক্ষণ এবং পর্যাপ্ত মেয়াদের ইন্টার্নশিপের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। হাসপাতাল বা সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা পরিষেবা কেন্দ্রে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক দক্ষতা, পেশাগত যোগ্যতা এবং বাস্তব চিকিৎসা ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা গড়ে তোলাই এর লক্ষ্য। ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকেই প্রকাশিত পাঠক্রম বাধ্যতামূলকভাবে কার্যকর করার জন্য রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীদারদের ইতিমধ্যেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে ডিপ্লোমা ইন মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনোলজি বা ডিএমএলটি কোর্স চালুরও সুযোগ রাখা হয়েছে। পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে কার্যকর করার জন্য বাকি দক্ষতাভিত্তিক পাঠক্রম চূড়ান্ত করার কাজও চলছে।

কেন্দ্রের মতে, এই উদ্যোগের ফলে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত অ্যালাইড এবং হেলথকেয়ার কর্মীর সংখ্যা বাড়বে। আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবায় চিকিৎসক ও নার্সদের পাশাপাশি এই পেশাজীবীদের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে অভিন্ন পাঠক্রম ও প্রশিক্ষণ কাঠামো দেশের বহুমাত্রিক স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়ন এবং দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। সঙ্গে, দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার মানোন্নয়নেও নয়া পাঠক্রম কাজে আসবে বলেই অভিমত বিশেষজ্ঞদের।

বিমান পরিষেবার মান বৃদ্ধিতে সংস্কারের সিদ্ধান্ত

নয়াদিপ্লি: দেশের দ্রুত সম্প্রসারিত অসামরিক বিমান পরিবহণ ক্ষেত্রকে আরও শক্তিশালী করতে বিমান লিজিং ও ফাইন্যান্সিং ব্যবস্থার উন্নতির পাশাপাশি এনওসি প্রাপ্তির প্রক্রিয়াকে সহজ, স্বচ্ছ ও সময়বদ্ধ করার উদ্যোগ নিল কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী রামমোহন নাইডুর সভাপতিত্বে এয়ারক্রাফ্ট লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিং সংক্রান্ত হাই লেভেল কমিটির প্রথম বৈঠকে বিমান লিজিংয়ের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। একই দিনে মন্ত্রক ও এয়ারপোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া (এএআই)-এর আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে এনওসি প্রক্রিয়া সংস্কারের বিষয়টিও পর্যালোচনা করেন তিনি।

বিমান লিজিং ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক করে তুলতে করব্যবস্থা, নিয়ন্ত্রক কাঠামো, অর্থের জোগান এবং ইজ অব ডুয়িং বিজনেস-সহ একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বিমান খাতে ব্যাঙ্ক ঋণের বরাদ্দ বাড়ানোর সম্ভাবনা এবং বিমান লিজিংয়ের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য যৌথ উদ্যোগের বিষয়ও বিবেচনা করা হয়।

মন্ত্রী জানান, গত বছর গিফট সিটিতে দেশের প্রথম এয়ারক্রাফ্ট লিজিং সামিট অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে শিল্পমহলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দাবি ছিল কেপ টাউন কনভেনশন অনুমোদন। পরে প্রোটেকশন অব ইন্টারেস্টস ইন এয়ারক্রাফ্ট অবজেক্টস অ্যাক্ট প্রণয়নের মাধ্যমে সেই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়েছে। চলতি বছরের দ্বিতীয় এয়ারক্রাফ্ট লিজিং সামিটে শিল্পমহলের পক্ষ থেকে হাই লেভেল কমিটি গঠনের প্রস্তাব আসে।

সরকারি উদ্যোগে ইতিমধ্যেই লিজিং ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে। আইএফএসসি-র মাধ্যমে ৪২২টি অ্যাসেট লিজ দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ২৫০টি বিমান এবং ৮৭টি ইঞ্জিন। পাশাপাশি ৪৭৪টি লিজিং চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে।

দেশের বিমান পরিবহণ ক্ষেত্রের দ্রুত বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে রামমোহন নাইডু বলেন, বিমানবন্দর পরিকাঠামো দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং প্রায় প্রতি ৪৫ দিনে একটি করে বিমানবন্দর চালু হচ্ছে। কিন্তু পর্যাপ্ত বিমানের জোগান এখনও বড় চ্যালেঞ্জ। ভারতীয় বিমান সংস্থাগুলির ৮৫ শতাংশেরও বেশি বিমান লিজে নেওয়া, ফলে দেশীয় লিজিং ও ফাইন্যান্সিং ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বৈঠকে বিমানের জন্য রপ্তি-ডিনেমিনেটেড ফাইন্যান্সিং, জিএআর-এর প্রয়োগ সম্পর্কে স্পষ্টতা এবং আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে ডাবল ট্যাক্সেশন অ্যাভয়ডেন্স অ্যাগ্রিমেন্ট কাঠামো পুনর্বিবেচনার সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। মন্ত্রী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক, দফতর ও শিল্পমহলের সঙ্গে সমন্বয় করে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমস্যাগুলির সমাধানের উপর জোর দেন।

অন্যদিকে, বিমানবন্দর সংক্রান্ত নির্মাণ ও অন্যান্য প্রকল্পের জন্য নো অবজেকশন সার্টিফিকেট (এনওসি) পাওয়ার প্রক্রিয়াকে আরও সহজ ও দ্রুত করার লক্ষ্যে মন্ত্রী আলাদা বৈঠকে নোকাস ব্যবস্থার পর্যালোচনা করেন। তাঁর নির্দেশ, পুরো প্রক্রিয়াকে হ্যাসল-ফ্রি, স্বচ্ছ, অটোমেটেড এবং টাইম-বাউন্ড করতে হবে এবং ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ যতটা সম্ভব কমাতে হবে।

দিপ্লি, মুম্বই ও হায়দরাবাদের মতো বড় শহরে আবেদন করার

দ্বিতীয় পাতায়



সম্পাদকীয়

ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার গোয়ায় গিয়ে ঘোষণা করেছেন—বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলও-রাই নির্বাচন কমিশন ও নাগরিকের মধ্যে প্রথম সংযোগস্থল। তাঁর কথায়, বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের ভিতের অন্যতম স্তম্ভ বিএলওরা। ভোটার তালিকা তৈরি থেকে নির্বাচন পরিচালনা—সবকিছুই সংবিধান, আইন এবং নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে হওয়ার কথা। কথাগুলি নিঃসন্দেহে যথার্থ। কিন্তু প্রশ্ন হল—এই আদর্শ কি দেশের সর্বত্র সমানভাবে কার্যকর? পশ্চিমবঙ্গে কি হয়েছিল? বিশেষ করে এসআইআর-এর সময় পশ্চিমবঙ্গে বিএলওদের ভূমিকা নিয়ে যে বিস্তার অভিযোগ, অসন্তোষ এবং সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তার জবাব কে দেবে? অবশ্যই সব বিএলওকে এক কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায় না। বহু বিএলও প্রবল চাপের মধ্যেও দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু তাঁদের পাশাপাশি এমন অভিযোগও সামনে এসেছিল যে, একাংশ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী রাজনৈতিক প্রভাব, স্থানীয় চাপ কিংবা প্রশাসনিক আনুগত্যের বাইরে গিয়ে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারেননি। আর এখানেই নির্বাচন কমিশনের সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন—বিএলও নির্বাচন কমিশনের কর্মী, নাকি স্থানীয় প্রশাসন ও রাজনীতির চাপে পরিচালিত একটি অস্থায়ী ব্যবস্থার অংশ? দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন স্তরে চুক্তিভিত্তিক, ক্যাজুয়াল বা অস্থায়ী কর্মীদের উপর বিপুল প্রশাসনিক দায়িত্ব চাপানো হলে সমস্যা হবেই। যাঁর নিজের চাকরিই স্থায়ী নয়, যাঁর প্রশাসনিক সুরক্ষা সীমিত, যাঁর কাজের মূল্যায়ন স্থানীয় স্তরের আধিকারিকদের হাতে—তাঁর উপর যদি ভোটার তালিকার মতো রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর দায়িত্ব চাপানো হয়, তাহলে তাঁকে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপ থেকে

সম্পূর্ণ মুক্ত রাখার নিশ্চয়তা কোথায়? আরও বড় প্রশ্ন রয়েছে আধিকারিকদের ভূমিকা নিয়ে। কোনও বিএলও যদি রাজনৈতিক চাপের কাছে নতিস্বীকার করেন, তাহলে তাঁর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কী করেন? কোনও তালিকায় অস্বাভাবিক পরিবর্তন হলে তা যাচাই করার ব্যবস্থা কোথায়? কোনও কর্মী যদি নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে গিয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক শক্তির বিরোধিতার মুখে পড়েন, তাঁকে সুরক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা কোথায়? এসআইআর-কে ঘিরে পশ্চিমবঙ্গে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তার পরে নির্বাচন কমিশনের উচিত ছিল শুধুমাত্র বিএলওদের দায়ী না করে পুরো প্রশাসনিক শৃঙ্খলটি পরীক্ষা করা। কারণ ভোটার তালিকার বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তদারকি, যাচাই, রাজনৈতিক দলের বুথ লেভেল এজেন্ট, উর্ধ্বতন আধিকারিক এবং শেষ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব নজরদারি। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নিজেই গোয়ায় বলেছেন, ভোটার তালিকার পাশাপাশি গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়াই রাজনৈতিক দলের বুথ লেভেল এজেন্ট এবং প্রার্থীদের পোলিং ও কাউন্টিং এজেন্টদের মাধ্যমে সমান্তরালভাবে যাচাই হয়। অভিযোগগুলির কতগুলি যাচাই হয়েছে? কতগুলি সত্য প্রমাণিত হয়েছে? কতগুলি বাতিল হয়েছে? এবং কত ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মী বা আধিকারিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? গণতন্ত্রে ভোটার তালিকা কোনও সাধারণ সরকারি নথি নয়। এটি ক্ষমতা পরিবর্তনের ভিত্তি। একজন প্রকৃত ভোটার বাদ পড়লে যেমন গণতান্ত্রিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়, তেমনই অযোগ্য নাম অন্তর্ভুক্ত হলেও ভোটারে বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নের মুখে পড়ে। ফলে বিএলওর রাজনৈতিক পরিচয়, আনুগত্য বা স্থানীয় প্রভাবের প্রশ্ন উঠলে নির্বাচন কমিশনকে অত্যন্ত কঠোর হতে হবে।

বাকি ১২ ইএসআই হাসপাতাল কেন্দ্রের হাতে

কলকাতা: আসানসোলের ইএসআই হাসপাতাল কেন্দ্রীয় কর্মচারী রাজ্য বিমানিগম (ইএসআইসি)-এর হাতে তুলে দেওয়ার পর এবার রাজ্যের বাকি ১২টি ইএসআই হাসপাতালও হস্তান্তরের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। এ বিষয়ে প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য নয়াদিল্লিতে ইএসআইসি-র বোর্ডের সামনে পেশ করা হবে। আসানসোলের ইএসআই হাসপাতালটি ২০১৬ সালের জুলাইয়ে ইএসআইসি-র হাতে তুলে দেওয়া হয়। এরপর রাজ্যে অবশিষ্ট ১২টি হাসপাতালও একই ব্যবস্থার আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কলকাতা, হাওড়া-হুগলি, নদিয়া এবং পশ্চিম বর্ধমান—এই চার অঞ্চলে বিস্তৃত রাজ্যের ১৩টি ইএসআই হাসপাতালের মোট শয্যাসংখ্যা ও হাজারেরও বেশি। মূলত রাজ্যের শিল্পাঞ্চল ও শ্রমজীবী মানুষের চিকিৎসা পরিষেবার কথা মাথায় রেখে ১৯৬৪ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে এই হাসপাতালগুলি গড়ে ওঠে। এই নেটওয়ার্কের মধ্যে রয়েছে ৫০০ শয্যার মণিকতলা রেফারেল হাসপাতাল, শিয়ালদহের অনকোলজি ও পেন ম্যানুজমেন্ট পরিষেবা কেন্দ্র এবং বেলুড়ে যক্ষ্মা চিকিৎসার জন্য নির্দিষ্ট হাসপাতাল। রাজ্যের লক্ষ্য শুধু হাসপাতালগুলি

ইএসআইসি-র হাতে তুলে দেওয়া নয়, এগুলিকে ভবিষ্যতে পূর্ণাঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল হিসেবে গড়ে তোলা। আসানসোলের হাসপাতালকে কেন্দ্র করে সেই পরিকল্পনার প্রাথমিক মডেল তৈরি হয়েছে। ২০ একর জমির উপর অবস্থিত আসানসোল ইএসআই হাসপাতাল চত্বরে ১০০ আসনের মেডিক্যাল কলেজ গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। বাকি হাসপাতালগুলির ক্ষেত্রেও পরিকাঠামো ও চিকিৎসা পরিষেবার উন্নয়ন ঘটিয়ে ধাপে ধাপে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে রাজ্যে চিকিৎসা পরিকাঠামোর পাশাপাশি চিকিৎসা শিক্ষার সুযোগও বাড়তে পারে। একই সঙ্গে শিল্পাঞ্চলগুলিতে কর্মরত বিমাভুক্ত শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের জন্য উন্নততর বিশেষায়িত চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে। রাজ্যের ইএসআই হাসপাতালগুলিকে বৃহত্তর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার আওতায় এনে আধুনিকীকরণের এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে পুরনো শিল্পাঞ্চলগুলিতে গড়ে ওঠা চিকিৎসা পরিকাঠামোকে নতুনভাবে কাজে লাগানোর সুযোগ তৈরি হবে। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে ইএসআইসি বোর্ডের অনুমোদনের উপর।



ভাঙনরত গঙ্গায় শুধু মাথাটুকু তুলে আছে নারকেল গাছ, মহানন্দটোলার ছবি

বিস্ফোরক বিক্রির অভিযোগ ই-কমার্স সাইটকে ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা সিসিপিএ’র

নয়াদিল্লি: নেই প্রয়োজনীয় লাইসেন্স যাচাইয়ের ব্যবস্থা। বাদ গিয়েছিল ক্রেতার যোগ্যতা পরীক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও। উল্টে বাধ্যতামূলক নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ না করেই অনলাইনে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট তালিকাভুক্ত, বিজ্ঞপিত ও বিক্রির সুযোগ করে দিচ্ছিল ডায়াল ফর ট্রেড নামক একটি ব্যক্তি মালিকানাধীন সংস্থা। এই অভিযোগে ডায়াল৪ট্রেড টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেডকে ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা করল কেন্দ্রীয় উপভোক্তা সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ বা সিসিপিএ। একই সঙ্গে প্ল্যাটফর্মে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট বা এক্সপ্লোসিভস অ্যাক্ট, ১৮৮৪-এর আওতায় বিস্ফোরক হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ অন্য কোনও পদার্থের তালিকাভুক্তি, বিজ্ঞাপন বা বিক্রির সুবিধা অবিলম্বে বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সিসিপিএ-র চিফ কমিশনার নিধি খাড়ে এবং কমিশনার অনুপম মিশ্রের নেতৃত্বে কর্তৃপক্ষ কনজিউমার প্রোটেকশন অ্যাক্ট, ২০১৯-এর ১০, ২০ ও ২১ নম্বর ধারার অধীনে এই নির্দেশ দিয়েছে। প্ল্যাটফর্মটি পরীক্ষা করে সিসিপিএ দেখতে পায়, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট বিক্রির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় একাধিক সুরক্ষা ব্যবস্থা ছিল না। বিক্রোতার বৈধ পিইএসও (পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড এক্সপ্লোসিভ সের্ফটি অর্গানাইজেশন) লাইসেন্সের তথ্য প্রকাশ, ক্রেতার পরিচয় ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত হওয়ার বিষয়টি যাচাই এবং লেনদেনের ট্রেসেবিলিটি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা ছিল না। পাশাপাশি পদার্থটির মালিকানা ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে আইনি বিধিনিষেধ এবং অনুমোদনহীন দখলের পরিণতি সম্পর্কেও প্রয়োজনীয় সতর্কীকরণ দেওয়া হয়নি। অভিযোগের আর একটি দিক হল, পণ্যের তালিকার সঙ্গে বিস্ফোরণ ও বিস্ফোরণের প্রভাবের ছবি ব্যবহার করা হয়েছিল।

সিসিপিএ-র পর্যবেক্ষণ, এই ধরনের ছবি পদার্থটির বিপজ্জনক ও নিয়ন্ত্রিত চরিত্র সম্পর্কে সতর্ক করার পরিবর্তে পণ্যটির প্রতি আকর্ষণ তৈরি করতে পারে। সিসিপিএ জানিয়েছে, ডিজিটাল মার্কেটপ্লেসে কোনও পণ্যের তালিকা তৈরি করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে তা পৌঁছে দেওয়া কনজিউমার প্রোটেকশন অ্যাক্ট, ২০১৯-এর ২(১) ধারায় ‘অ্যাডভার্টাইজমেন্ট’-এর সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে। কোনও নিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরক পদার্থকে

সাধারণ ভোগ্যপণ্যের মতো বিক্রির জন্য উপস্থাপন করা এবং তার বৈধ ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় লাইসেন্সের কথা না জানানোকে কর্তৃপক্ষ মিসলিডিং অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এবং আনফেয়ার ট্রেড প্র্যাকটিস হিসেবে বিবেচনা করেছে।

ডায়াল৪ট্রেডের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছিল, তারা একটি বিজনেস-টু-বিজনেস বা বিটুবি মার্কেটপ্লেস ইন্টারমিডিয়েরি এবং তৃতীয় পক্ষের বিক্রেতাদের আপলোড করা তালিকার জন্য তাদের দায়ী করা উচিত নয়। কিন্তু সিসিপিএ সেই যুক্তি খারিজ করে জানায়, প্ল্যাটফর্মে মাত্র একটি ইউনিটও কেনার সুযোগ ছিল এবং বিটুবি প্ল্যাটফর্মে সাধারণত যে ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ বা প্রাতিষ্ঠানিক ক্রেতা যাচাইয়ের ব্যবস্থা থাকে, তা ছিল না। কর্তৃপক্ষ আরও স্পষ্ট করেছে, কোনও প্ল্যাটফর্ম নিজেদের ব্যবসার

মডেলকে বিটুবি হিসেবে বর্ণনা করলেই কনজিউমার প্রোটেকশন (ই-কমার্স) রুলস, ২০২০-এর আওতার বাইরে চলে যায় না। পাশাপাশি ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যাক্ট, ২০০০-এর ৭৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী ইন্টারমিডিয়েরি সেফ-হারবারের সুবিধার দাবিও পরীক্ষা করা হয়। সিসিপিএ-র মতে, নির্ধারিত ডিউ-ডিলিজেন্স মেনে চলার শর্তেই এই সুরক্ষা প্রযোজ্য। শুধু কোনও তালিকা নজরে আসার পর তা সরিয়ে দেওয়া যথেষ্ট নয়; নিয়ন্ত্রিত ও বিপজ্জনক পদার্থের ক্ষেত্রে তালিকাভুক্তির সময়ই প্রয়োজনীয় যাচাই থাকা দরকার।

ডায়াল৪ট্রেডের বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে বিপজ্জনক রাসায়নিক ও বিস্ফোরক পদার্থের অননুমোদিত অনলাইন বিক্রি নিয়ে সিসিপিএ-র বৃহত্তর পরীক্ষার অংশ। অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের পাশাপাশি গানপাউডার, পিকরিক অ্যাসিড এবং পেটোএরিত্রিটল ট্রেট্রানাইট্রেট-এর মতো নিয়ন্ত্রিত পদার্থের অনলাইন তালিকা ও বিক্রির বিষয়ও পরীক্ষা করা হচ্ছে।

এই বৃহত্তর পরীক্ষার আওতায় বর্তমানে ইন্ডিয়ামার্ট, জাস্টডায়াল, সিগমা-অলড্রিচ ইন্ডিয়া, এক্সপোর্টার্স ইন্ডিয়া, আইবাইকেমিক্যালস, আলফা কেমিকা এবং ট্রেডইন্ডিয়া-র মতো প্ল্যাটফর্মের বিষয়ও রয়েছে। সিসিপিএ জানিয়েছে, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট একটি নিয়ন্ত্রিত পদার্থ এবং নির্ধারিত সুরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া এর বিক্রি বা দখল জননিরাপত্তার ক্ষেত্রে ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। অনলাইনে পণ্যের তালিকা ও বিবরণের উপর নির্ভর করে ক্রেতার সিদ্ধান্ত নেন। তাই নিয়ন্ত্রিত ও বিপজ্জনক পণ্যের ক্ষেত্রে ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মগুলির ডিউ-ডিলিজেন্স আরও কঠোর হওয়া প্রয়োজন বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

ব্যাক্সিং-এ গতি

প্রথম পাতার বাকি অংশ

উন্নতিও মূল্যায়ন বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। দেউলিয়া ও দেউলিয়াত্ব বিধি, সরকারি মূলধন সংযোজন এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শক্তিশালী নজরদারির ফলে ব্যাঙ্কগুলির সম্পদের গুণমান উন্নত হয়েছে। মূলধন পর্যাপ্ততা ও লাভজনকতাও শক্তিশালী রয়েছে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। নন-ব্যাক্সিং আর্থিক ক্ষেত্রেও সম্পদের গুণমান ও মূলধন পর্যাপ্ততার উন্নতি হয়েছে। বাহ্যিক ক্ষেত্রেও ভারতের অবস্থানকে ইতিবাচক বলে মনে করেছে জেসিআর। চলতি হিসাবের ঘাটতি নিয়ন্ত্রিত, পরিষেবা বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত রয়েছে এবং বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার স্বল্পমেয়াদি বৈদেশিক ঋণের তুলনায় যথেষ্ট বেশি। ফলে আন্তর্জাতিক ধাক্কা সামলানোর ক্ষেত্রে ভারতের সক্ষমতা বেড়েছে। এই মূল্যায়ন বৃদ্ধির ফলে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের কাছে ভারতের আর্থিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি সম্পর্কে ইতিবাচক বার্তা যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর সঙ্গে গিফট-আইএফএসসিতে আন্তর্জাতিক ব্যাক্সিং, বৈদেশিক বাণিজ্যিক ঋণ এবং বন্ড বাজারের দ্রুত সম্প্রসারণ যুক্ত হওয়ায় ভারতের আন্তর্জাতিক আর্থিক কেন্দ্র হিসেবে অবস্থান আরও সুদৃঢ় করার প্রচেষ্টা গতি পেতে পারে।

গত এক বছরেও আন্তর্জাতিক মূল্যায়ন সংস্থাগুলির কাছ থেকে ভারতের ঋণমান বৃদ্ধির নজির রয়েছে। ২০২৫ সালের মে মাসে মনিংস্টার ডিবিআরএস, আগস্টে এসঅ্যাডপি গ্লোবাল রেটিংস এবং সেপ্টেম্বরে জাপানের রেটিং অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ইনফরমেশন সংস্থা ভারতের সার্বভৌম ঋণমান বাড়িয়েছিল।

১৫ বছরের চুক্তি

কলকাতা: শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দর কর্তৃপক্ষের অধীন কলকাতা ডক সিস্টেমের জিসিডি ইয়ার্ডে জেনারেল কার্গো টার্মিনাল উন্নয়ন ও পরিচালনার জন্য ১৫ বছরের চুক্তি পেল ওয়েস্টার্ন ক্যারিয়ার্স (ইন্ডিয়া) লিমিটেড। টার্মিনালটি ইতিমধ্যেই চালু রয়েছে এবং সেখানে কনটেনার ও অন্যান্য পণ্য পরিবহণ ও পরিচালনার কাজ চলছে। চুক্তি অনুযায়ী, এবার টার্মিনালের পরবর্তী পর্যায়ের উন্নয়ন করবে সংস্থাটি।

বিমান পরিষেবার মান

প্রথম পাতার বাকি অংশ

প্রাথমিক পর্যায়েই সংশ্লিষ্ট এলাকার অনুমোদনযোগ্য বিল্ডিং হাইট জানিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হয়েছে। এর ফলে নির্মাণকারী ও অন্যান্য আবেদনকারীরা শুরু থেকেই বিমান চলাচল সংক্রান্ত উচ্চতার বিধিনিষেধ মেনে পরিকল্পনা করতে পারবেন। অ্যারোনটিক্যাল স্ট্যান্ডি-র অনুমোদন দ্রুত করার পাশাপাশি প্রাথমিক পর্যায়ে সাইটে গিয়ে শারীরিক যাচাইয়ের প্রয়োজন কমানো এবং বিল্ডিং ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ও অন্যান্য নথিপত্রের প্রয়োজনীয়তা যুক্তিসঙ্গত করার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। বর্তমানে নোকাসের আওতায় ভিএফআর বা ভিজ্যুয়াল ফ্লাইট রুলস-এর ক্ষেত্রে ২০ কিলোমিটার এবং আইএফআর বা ইন্সট্রুমেন্ট ফ্লাইট রুলসের-এর ক্ষেত্রে ৫৬ কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকা রয়েছে। যেখানে সম্ভব, সেখানে আরবান লোকাল বডি (ইউএলবি) স্তরেই এনওসি দেওয়ার সম্ভাবনাও বিবেচনা করা হয়েছে। এতে ব্যক্তি ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির সরাসরি

এএআই-এর কাছে যাওয়ার প্রয়োজন কমে। রামমোহন নাইডু সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের এনওসি প্রক্রিয়া সরলীকরণ, অটোমেশন ও ডেসক্ট্রলাইজেশনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নির্ধারণ করে ১৫ দিনের মধ্যে পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। একই সঙ্গে অনুমোদনযোগ্য বিল্ডিং হাইট ও সংশ্লিষ্ট তথ্য ওয়েবসাইট-সহ জনসমক্ষে স্বচ্ছভাবে প্রকাশের উপর জোর দিয়েছেন তিনি। সরকারের মতে, একদিকে বিমান লিজিং ও ফাইন্যান্সিং ব্যবস্থাকে আরও পূর্বানুমানযোগ্য ও আন্তর্জাতিক মানের করে তোলা এবং অন্যদিকে এনওসি প্রক্রিয়া দ্রুত ও স্বচ্ছ করা গেলে বিমান সংস্থাগুলির জন্য বিমান সংগ্রহ সহজ হবে, পরিকাঠামো প্রকল্পের গতি বাড়বে এবং বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি হবে। এর ফলে যাত্রীদের জন্য ইজ অব ফ্লাইং আরও উন্নত হবে। পাশাপাশি ভারতকে একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বিমান হাব হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যও শক্তিশালী হবে।

ক
মি
ক্স



শমিত

সুগারের আলু...